রহস্যময় শকুন এবং দেশনেত্রী

আবুল হোসেন খোকন

বিএনপির জন্মদাতা ও সাবেক সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের নিহতবার্ষিকী পালনের সময় এবার তার বিধবা পত্নী এবং তার সৃষ্ট দলের চেয়ারপরসন খালেদা জিয়া বলেছেন বাংলাদেশের ওপর নাকি শকুন উড়ছে। এই শকুন মানচিত্র খেয়ে ফেলছে। তিনি এই শকুন মারতে নানা কথা বলেছেন, উলেখ করেছেন বর্তমান সরকারের হাতে দেশ নিরাপদ নয় এবং এজন্য দলীয় নেতা-কর্মী অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে বলেছেন। জাতীয়বাদী ও ইসলামী শক্তি বলতে তিনি বুঝিয়েছেন সামরিক শাসকের সৃষ্টদল বিএনপি, ভারতবিরোধী অন্যান্য শক্তি এবং '৭১-এর যুদ্ধাপরাধী দল জামায়াতে ইসলামীকে। এদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন।

দলীয়ভাবে দেশনেত্রী খেতাব পাওয়া বেগম খালেদা জিয়া প্রয়াত স্বামী জেনারেল জিয়াউর রহমানের নিহতবার্ষিকী (দলীয়রা বলেন শাহাদাৎ বার্ষিকী) পালনের শেষ দিনে (২ জুন ২০০৯) গাজিপুরে খাবার বিতরণ করতে গিয়ে বলেছেন অনেকগুলো কথা। তিনি যা বলেছেন তা এইরকম–

১. তিনি গত তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে বলেছেন, ফখরুদ্দিন সরকার ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের ফসল।
২. ওই সরকারের দুই বছরের দুর্নীতি ও অনিয়মের বৈধতা দিতে বিএনপি রাজী হয়নি।
৩. আওয়ামী লীগ জরুরি অবস্থার মধ্যেও নির্বাচন করতে চেয়েছিল।
৪. বিএনপি জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করতে সরকারকে বাধ্য করেছে।
5. ২০০৯-এর সংসদ নির্বাচনকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন, এ ধরণের নির্বাচন হবে জেনেও দেশকে জরুরি অবস্থার হাত হতে মুক্ত করতে আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি।
৬. ফখরুদ্দিন সরকারের সময় প্রশাসনের সব জায়গায় আওয়ামী লীগের লোক বসানো হয়েছিল।
7. প্রধান নির্বাচন কমিশনার ১৯৭০ সালের মতো নির্বাচন করে তার কথা রেখেছেন।

বেগম খালেদা জিয়ার এই ভাষ্যগুলো থেকে নানা প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। কারণ ফখরুদ্দিন সরকার যদি আওয়ামী লীগের হয় তাহলে বিএনপি-জামায়াত জোটের মহাদুর্নীতি-লুঠপাট অনিয়মের সঙ্গে আওয়ামী লীগ বা শেখ হাসিনাদের হামলা-মামলায় নাজেহাল করার কথা ছিল না। সাদা পোশাকের লোকেরা দুর্নীতিবাজদের ধরে নিয়ে বানোয়াট মামলা দিয়ে শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ নেতাদের ফাঁসানোর জন্য মরিয়া চেষ্টাও চালাতো না, পৈশাচিক দমন-পীড়ন চালানো হতো না, শেখ হাসিনাকে রাজনীতি থেকে মাইনাস করার জন্য তাবৎ শক্তি ব্যয়ও করার ঘটনা ঘটতো না। দ্বিতীয়ত 'দেশনেত্রী' দাবি করছেন ফখরুদ্দিন সরকারের দুই বছরের দুনীতি ও অনিয়মের বৈধতা দিতে বিএনপি রাজী হয়নি। কিন্তু ওই সময়ের সংবাদপত্র খুললেই দেখা যাবে উল্টো খবর। নেত্রী হয়তো ভুলে গেছেন, তার মুখপাত্ররা সেসময় ওই সরকারকে বৈধতা দেয়ার জন্য কতো রকম বিবৃতি দিয়েছেন। বেগম জিয়া তার ধন-সম্পদ এবং দুর্নীতির বরপুত্রদ্বয়কে রক্ষার জন্য কতো চেষ্টা করেছেন। সংবাদপত্রগুলো যে এগুলোর সাক্ষী হয়ে আছে– তা বোধহয় তিনি এখন ভুলে গেছেন এবং দেশবাসীও বেমালুম সব মাথা থেকে উড়িয়ে দিয়েছেন ভেবে বসে আছেন। কিন্তু না, কেও এসব ভোলেননি। তৃতীয়ত তিনি দাবি করেছেন, আওয়ামী লীগ জরুরি অবস্থার মধ্যেও নির্বাচন করতে চেয়েছিল। কিন্তু আসল সত্য হলো বিএনপিই এটা আরও বেশী করে চেয়েছিল। এটাও কিন্তু দেশবাসী ভোলেননি। চতুর্থত বেগম জিয়া আরেকটি মহাবানোয়াট কথা

দেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন। বিএনপি ওই সময় ‘জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করতে সরকারকে বাধ্য করেছিল’– এই আষাঢ়ে গল্প ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। কারণ বিএনপি’র সে অবস্থা বা সাধ্য কোনটাই তখন অবশিষ্ট ছিল না। বরং এটা আওয়ামী লীগ সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে, বিএনপির সম্পর্কে নয়। পঞ্চমতও তিনি ডাহা মিথ্য কথা বলেছেন। ‘এ ধরণের নির্বাচন হবে’ জেনে তিনি কোনক্রমেই নির্বাচনে অংশ নেননি, বরং কল্পনায় উল্টো দেখেছিলেন বলেই না অংশ নিয়েছিলেন। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে নির্বাচনের আগে তার নির্বাচনী জনসমাবেশগুলোর ভাষ্য থেকেই। সেখানে কিন্তু নিজেদের মহাবিজয় নিশ্চিত বলেই তিনি উলেখ করে এসেছেন। ষষ্ঠ দাবিটিও ডাহা মিথ্য– তা সবাই জানেন। আর সপ্তমত তিনি যে ‘৭০ সালের মতো’ নির্বাচনের উদাহরণ টেনেছেন, তাতে কিন্তু আবারও পরিস্কার হলো– এই ‘দেশনেত্রী’ ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনী ফলাফলকে মানেন না, সেইসঙ্গে মানেন না নির্বাচিতদের বাংলাদেশ সৃষ্টির স্বাধীনতার সিদ্ধান্তকে। এই ‘দেশনেত্রী’ যে এখনও পাকিস্তানপ্রেমে মশগুল হয়ে আছেন– তা বেশ স্পষ্ট হয় এখানে।

তিনি আরওসব কথা বলেছেন। স্বামী জিয়ার হত্যা এবং বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ‘দেশনেত্রী’ বলেছেন-

১. বিডিআরের ঘটনা বিদ্রোহ নয়, পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।
২. জিয়াউর রহমানকে যারা হত্যা করেছে, ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর যারা হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, ১১ জানুয়ারি সৃষ্টির মাধ্যমে যারা আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসিয়েছে– তারাই পিলখানা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।
৩. যারা সীমান্তরক্ষী ও সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে ফেলতে চায় তারাই পিলখানার ঘটনা ঘটিয়েছে।
4. শেষে বলেছেন, বর্তমান সরকার দেশকে তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার বিদেশি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যস্ত থাকলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা (?) রাজপথে নামতে বাধ্য হবো।

এখানেও কিছু কথা বলতে হয়। প্রথমত তিনি বলেছেন, বিডিআরের ঘটনা বিদ্রোহ নয়, পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। এটা তদন্ত রিপোর্টেও বলা হয়েছে, এবং তাতে এও উলেখ করা হয়েছে বিদ্রোহের ঘটনাকে নেপথ্য কুশলিবরা নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে। সেই কুশলিবরা কে– তা কিন্তু তদন্ত হয়নি। তবে নাসিরুদ্দিন পিণ্টুর মতো আরও যারা আছেন– তাদের মুখ থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে সব বেরিয়ে আসছে এবং আসবে। আর সে বেরিয়ে আসার ভয়েই ‘দেশনেত্রী’ বিচলিত কিনা কে বলবে। দ্বিতীয়ত তিনি দাবি করেছেন, জিয়াউর রহমানকে যারা হত্যা করেছে, তারাই ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে এবং তারাই পিলখানায় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। এই কথার মধ্যদিয়ে বেগম জিয়া নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারলেন কিনা– বিবেচনার বিষয়। কারণ জিয়াউর রহমানকে যারা হত্যা করেছে তারা কেও বেসামরিক ব্যক্তি নয়। তারা সবাই সেনাবাহিনীর লোক। মজার ব্যাপার হলো, এই হত্যার বিচার আজও পর্যন্ত বেগম চাননি। জিয়া হত্যার মামলাটি এখনও পচে মরছে। বেগম জিয়া এতেবার ক্ষমতায় থাকলেন, কিন্তু ওই মামলা চালু করতে দেননি। আরও মাজার ব্যাপার হলো, তিনি একসময় বলেছেন, এরশাদ হচ্ছেন জিয়া হত্যাকারী। কিন্তু সেই এরশাদেরও তিনি এজন্য বিচার করেননি। বরং সেই এরশাদকে তিনি তার নির্বাচনী মূল সঙ্গী করেছেন, জোট করেছেন তারসঙ্গে। সুতরাং জিয়া হত্যা এবং বেগম জিয়ার ভূমিকা কিন্তু আগাগোড়াই রহস্যময়। যাইহোক, তিনি ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর পল্টন হত্যা ঘটনার কথা বলেছেন। ওই ঘটনাটি ছিল বিএনপি-জামায়াত নিয়ন্ত্রিতদের পরিকল্পিত। তাদের অধীনস্ত বিশেষ মহল সাজিয়েছিল ছক। আর জামায়াত তাদের ক্যাডারকে ‘শহীদ’ হওয়া এবং ‘বেহেস্ত’’ পাওয়ার লোভ দেখিয়ে নিহত হবার জন্য পরিকল্পিভাবে পাঠিয়েছিল– তা ওই সময়ের অনেক খবরের কাগজেই ছাপা হয়েছে। বিএনপি-জামায়াত জোট এবং তাদের বিশেষ মহলের

টার্গেট ছিল, এর মাধ্যমে গণআন্দোলনরত আওয়ামী লীগ বা মহাজোটকে ঘায়েল করা। এ কাজটি তারা সাফল্যের সঙ্গে করতে কসুর করেননি। সুতরাং এই এরাই যদি পিলখানার হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে থাকে– তাহলে তো বিএনপি-জামায়াত নেতাদের এখনই পাকড়াও করা উচিত।

কথা হলো, কথিত দেশনেত্রী কথার ফাঁনুশ উড়িয়ে, দেশের আকাশে শকুনের ভয় দেখিয়ে মানুষেকে ফের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। যখন ১০ ট্রাক অস্ত্র পাচার মামলায় গোমর ফাঁক হচ্ছে, একেএকে ধরা পড়ছে কুশলিবরা, ধরা পড়ছে ইন্ডিয়ান মাফিয়া ডনরা, ফাঁস হয়ে যাচ্ছে দাউদ ইব্রাহিমদের সঙ্গে 'দেশনেত্রী'র সুযোগ্য পুত্র এবং স্যাঙাতদর দেখা-সাক্ষাৎ-বৈঠকের নানা তথ্য, সেইসঙ্গে অতীতের দুর্নীতির ঘটনায় ফেঁসে যাচ্ছেন দলের রথি-মহারথিরা– তখন বেগম জিয়া বাঙলার আকাশে শকুন ছাড়া কি দেখবেন? আসলে শুকুনই কিন্তু শুকুন দেখে। তারা তাই-ই দেখছেন। দেখছেন সব গোমর ফাঁক হয়ে যাচ্ছে, স্বপ্ন-খায়েশ ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে– তখন শকুনি চিৎকার ছাড়া উপায় আছে কি? নেই। অতএব আমরা দেখতে থাকি রহস্যময় ওই শকুন।

[৫ জুন ২০০৯ ঢাকা, বাংলাদেশ]

- **আবুল হোসেন খোকন :** সাংবাদিক, লেখক ও কলামিস্ট।